# শাসক বুর্জোয়া দলগুলির সমস্যা ।

সেতারা হাশেম

অসাম্প্রদায়িক বাংগালী জাতীয়তাবাদ ও বাম শক্তির সমন্বয় একাত্তুর সালের মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয় । হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তভুক্তসহ আপামর জনসাধারণ মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহন করে । ইসলামের অপব্যাখ্যাকারী কতিপয় ব্যক্তিসহ জামাত-ই-ইসলাম, নেজাম-এ-ইসলাম ও মুসলিম লীগের মতো নামসর্বশ ধর্মীয় কিছু রাজনৈতিক দল মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করে ।
সংগঠিত মুক্তিযুদ্ধের মূল লক্ষ্য ছিল সামাজিক সমতা নিশ্চিত করতঃ অসাম্প্রদায়িক নৃ-জাতি ভিত্তিক গণতান্ত্রিক এক আধুনিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা । আলোচ্য এই উদ্দেশ্যই শ্রমজীবী মানুষকে পাকিস্তানের দ্বিজাতি তত্ত্বের বিপক্ষে তদীয় অবাঙ্গালী মুসলমান শাসককুলের ধর্মের নামে শোষণের বিরুদ্ধে নিজ মুক্তির জন্য যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করে । কিন্তু স্বাধীনতা উত্তরকালে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ক্ষমতার হালুয়া-রুটি ভোগের জন্য মুসলমান বাংগালী মধ্যবিত্তের শিক্ষিত অংশের বিভিন্ন গোষ্ঠি কুত্তার মতো কামরাকামরী আরম্ভ করে দেয় । শিক্ষিত বাংগালী মধ্যবিত্তের এই কামরাকামরী থেকে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু নিহত হন ।
শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্তের প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া অংশটি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ছত্রছায়ায় জেনারেল জিয়ার নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে এবং সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ও সংবিধানের অসাম্প্রদায়িক চরিত্র বেয়ানটের খোঁচায় মুছে দেয় । এই গোষ্ঠিই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সুবিধাবাদী ও দলছুট রাজনীতিবিদেরকে নিয়ে বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্টি (বিএনপি) গঠন করে এবং নিজ শক্তি বৃদ্ধিকল্পে রাজাকারদেরকে ক্ষমা করে রাজনীতি করার সুযোগ করে দেয় ।
বিপরীতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংগালী জাতীয়তাবাদের অসাম্প্রদায়িক বুর্জোয়া অংশটি বিগত ১৯৭৫ সালে ক্ষমতা হারিয়ে দিশাহারা হয়ে পড়ে । স্বাধীনতা উত্তর তৃণমূল আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীবৃন্দের বাড়াবাড়ি এবং মুক্তিযুদ্ধ পক্ষের বাম শক্তিকে অবমূল্যায়ন ও নিশ্চিহ্নিতকরণ শ্রমজীবী মানুষকে আওয়ামী লীগ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা দেয় । এই সুযোগটি গ্রহন করে প্রতিক্রিয়াশীল বাংগালী বুর্জোয়ারা আওয়ামী লীগকে একুশ বছর ধরে ক্ষমতার বাইরে রাখতে সমর্থ হয় ।
প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাটের মাধ্যমে বাংগালী পুজি গঠিত হোতে থাকে । পুজি সগ্রহে লুটপাটের জন্য মাস্তানদের প্রয়োজনীতা দেখা দেয় । লুটপাট যত বৃদ্ধি পেতে থাকে, ইসলামের আবরণ দিয়ে তা ঢাকার তত চেষ্টা হোতে থাকে । ফলে রাজনীতিতে ইসলাম ধর্মের অনুপ্রবেশ তত বৃদ্ধি পেতে থাকে । তাই দেখা যাচ্ছে লুন্ঠনের জন্য প্রয়োজন মাস্তান ও ধর্ম ।
হেজাব পড়ে তসবীহ হাতে নিয়ে একুশ বছর পর ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগও মাস্তানী ও লুটপাট আরম্ভ করে । আওয়ামী লীগের দুর্নীতি এমন এক পর্যায় উপনিত হয় যে দুর্নীতিতে বাংলাদেশ প্রথম চ্যাম্পিয়নের খেতাব অর্জন করে । ফলে বিগত ২০০১ সালের নির্বাচনে জনগণ আওয়ামী লীগকে প্রত্যাখ্যান করে বিএনপি-জামাত জোটকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় নিয়ে আসে । জোট ক্ষমতায় এসেই আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের উপর ষ্টীম রোল চালায় । ফলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা, যাদের অধিকাংশই আওয়ামী সমর্থক, ক্ষতিগ্রস্থ হয় । জোট মৌলবাদকে উসকিয়ে দিতে থাকে । ফলে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ও প্রগতিশীলদের উপর মৌলবাদের আক্রমন বৃদ্ধি পেতে থাকে । জোট সরকার দুর্নীতির চ্যাম্পিয়ন খেতাব তাদের পুরা শাসন আমলেই বজায় রাখে ।

রাষ্ট্র যন্ত্রের সকল প্রতিষ্ঠানকেই জোট সরকার দলীয়করণ করার ফলে প্রতিষ্ঠানগুলি স্বকীয়তা হারিয়ে বিএনপি-জামাতের আজ্ঞাবহে পরিণত হয় । সংসদে দেশের সমস্যা আলোচনার পরিবর্তে খালেদা জিয়ার গুণকীর্তন ও হাসিনার কুৎসাকীর্তনের জায়গায় পরিণত হয় ।

শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা তারেক রহমানের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে জোট সরকারের সমান্তরাল আর এক সরকার হাওয়া ভবনে উদ্ভাবন ঘটায় । প্রশাসন হাওয়া ভবনের নির্দেশে পরিচালিত হোতে থাকে । হাওয়া ভবনের সরকারকে সালামি না দিয়ে কোন ব্যবসায়ীর পক্ষে ব্যবসা পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে । ফলে লুণ্ঠিত-পুজি শঙ্কিত হয়ে আন্তর্জাতিক পুজিবাদের স্মরনাপন্ন হয় । আন্তর্জাতিক পুজিবাদ জাতিসংঘের মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উপর চাপ প্রয়োগ করলে ১/১১ এর সৃষ্টি হয় ।

জাতীয় পুজি বিকাশের পূর্ব শর্ত হলো যথোপযুক্ত আইন ও প্রশাসনিক কাঠামো এবং আইনের শাসন ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ । ঔপনিবেশিক আইন ও প্রশাসন দিয়ে জাতীয় পুজির বিকাশ সম্ভব নয় । তাই প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের সংস্কার । কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী কালে এই কাজটি করা সম্ভব হয়নি, ফলে গণতন্ত্র বাধাগ্রস্থ হচ্ছে এবং লুটপাটের মাধ্যমে পুজি সংগ্রহের প্রবনতা শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে । ফলশ্রুতিতে মুষ্ঠিময় লোক সম্পদের পাহাড় গড়ছে, সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে । ফলে সামাজিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে ।

মূলত আদর্শহীন ও সুবিধাভোগী মধ্যবিত্তের সমন্বয় শাসক দলগুলি গঠিত । জনকল্যানের পরিবর্তে নিজ ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য তারা নিজ দলকে ক্ষমতাসিন দেখতে চায় । তাই নির্বাচনে জিতে তারা সব কিছু নিজ দখলে নেয় এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের উপর হামলা করে । ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনগুলি আজ নিয়ন্ত্রনহীন । বিগত ২০০১ সালে বিএনপির ছাত্রদল ও অঙ্গ সংগঠনগুলিও ছিল নিয়ন্ত্রনহীন । হওয়া ভবন ক্ষমতা ছাড়তে নারাজ থাকায় এবং লুণ্ঠিত-পুজির উপর ভাগ বসাতে গিয়া ১/১১ এর সৃষ্টি করে ।

উপরোক্ত পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশ সমাজে বর্তমানে তিনটি দ্বন্দ্ব ক্রিয়াশীল । লুণ্ঠিত-পুজি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে । তাই নিরাপত্তার জন্য তারা আন্তর্জাতিক পুজিবাদের সাহায্য প্রার্থনা করছে । তাছাড়া বাংলাদেশের খনিজ সম্পদের উপর আন্তর্জাতিক পুজিবাদের লোলুপ দৃষ্টি এবং আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতি উপর দৃষ্টি রাখার জন্য বাংলাদেশ যথোপযুক্ত স্থান । দ্বিতীয়ত সুবিধাভোগী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের লুটপাটের প্রবনতা । তৃতীয়ত বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার থেকে শাসক গোষ্ঠির বিচ্যুতি শ্রমজীবী মানুষকে ক্ষিপ্ত করে তুলছে । শ্রমজীবী মানুষ বিষয়টির শান্তিপূর্ণ সমাধানের আশা রাখে । কিন্তু শাসকগোষ্ঠি শান্তিপূর্ণ সমাধানে ব্যর্থ হলে একাত্তুর সালের মতো বিস্ফোরণ অনিবার্য ।